ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের সিমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুরের তৃতীয় অধিবেশনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আজ।

উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রুপের এডমিন জাহিদ হোসেনের সঞ্চালনার মধ্যে দিয়ে সূচনা হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কুতুবপুর গ্রামের মহাদ্দেস আলী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের মডারেটর সহ সকল সদস্য বৃন্দ।

মোহাদ্দেস আলী তার বক্তব্য মধ্যে দিয়ে জানান, এই গ্রুপটি মাত্র দুই মাসের মধ্যে ৬৫ ব্যাগ রক্ত প্রদান করেছেন অসহায় গরীব অসুস্থ মানুষের মাঝে।

এ চাছাড়াও বর্তমানে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা হয়ে দাড়িয়েছে ১০০০+ যা সবসময় সেচ্ছায় রক্তদানে নিযোজিত। মানবতার এই কাজে সর্বাত্মক পরিশ্রম করচেন জাহিদ,জাহিদ আরী,রায়হান আলী, জুয়েল রানা, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

ব্লড ডোনেশন ইন মেহেরপুর মেহেরপুর জেলার কোন মানুষ যেন রক্ত সংকটে মৃত্যু বরণ না করে সেই প্রত্যেয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। বর্তমানে তারা কঠোর ভাবে মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেচ্ছায় কাজ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের পরিবেশন

করেছে উন্নত খাবার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি কৃত রোগীদের মাঝে পরিবেশন করা হয়েছে উন্নত খাবার। চিকিৎসা সেবা নিতে আসলেও রোগীদের মাঝে খাবারের কমতি নেই এ বছরেও। উন্নত খাবার পেয়ে খুশি রোগী ও তাদের স্বজনরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা রোগীরা পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে খুব সকালে পেয়েছেন নাস্তা। দুপুরে পোলাও ও মাংস। রাতেও দেয়া হবে এই খাবার। শুধুমাত্র রোগীদেরই নয় তাদের স্বজনরা ও এই খাবার থেকে বঞ্চিত হননি।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ খাবার বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে এই ঈদের দিন সকলের খুশির দিন। আমরা যেমন পরিবার-পরিজন নিয়ে আনন্দ উল্লাসে ঈদ উপভোগ করছি, ঠিক তেমনই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা সকলেই এই উল্লাস আনন্দ ভাগাভাগি করে নেবে। তারা হয়তো অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাই তাদের আনন্দের যেন কমতি না থাকে।

সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে অসুস্থ মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টি এইচ এ এম রিয়াজুল আলমরোগী ও তাদের স্বজনদের মাঝে উন্নত খাবার পরিবেশন করেন।

গতকাল থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন রোগী ভর্তি রয়েছেন। তাদের সাথে রয়েছে তাদের স্বজনরাও। ঈদ সকলের খুশি। ঈদ সকলের আনন্দ। এই উপলক্ষ থেকে সকাল থেকে সারাদিন উন্নত খাবার সহ রোগীদের রাখা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা কয়েকজন রোগী জানান, আমরা পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় বাড়ি যেতে পারিনি। কিন্তু সকাল থেকে আমাদের মাঝে সেমাই, পরোটা, দই মিষ্টি পৌঁছে দিয়েছেন। দুপুরে মাংস পোলাও পরিবেশন করেছেন। রাতেও এমন খাবার দেবেন বলে জানিয়েছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প প কর্মকর্তা রিয়াজুল আলম জানান, অন্যান্য বছর কি হয়েছে জানিনা তবে আমি গাংনী বাসির চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জরুরী বিভাগ খুলে রেখেছি।

সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করছি রোগীদের। হাসপাতালে অন্যান্য চিকিৎসকরাও চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। যারা পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেননি তাদেরকেও পরিবারের অভাবটুকু বুঝতে দেইনি। তাদের মাঝে আনন্দটা ভাগাভাগি করতে পেরে নিজেকে ভালো লাগছে।

মেপ্র/আরপি

শোকাবহ আগষ্ট, মেহেরপুরে ঈদের মোনাজাতে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা

আজ ১লা আগস্ট। শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন। ১৯৭৫ সালের এ মাসেই বাঙালি হারিয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট কালরাতে ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তাদের হাতে একে একে প্রাণ দেন- বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, বঙ্গবন্ধুর সন্তান শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ পুত্রবধু সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল। পৃথিবীর এ ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে পারেননি বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, তার সহধর্মিনী আরজু মনি ও কর্নেল জামিলসহ পরিবারের ১৬ জন সদস্য ও আত্মীয়-স্বজন।

সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিপদগামী সদস্য সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পুরো বিশ্বে নেমে আসে তীব্র শোকের ছায়া এবং ছড়িয়ে পড়ে ঘৃণার বিষবাষ্প।

শোকাবহ আগষ্টের প্রথম দিনে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঈদের নামাজ শেষে ১৫ আগষ্টের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, ৫ই আগস্টে শেখ কামালের জন্মদিন

উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে । ৮ই আগস্টে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলতুন্নেছা মুজিবের জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

১৫ই আগস্টে কেন্দ্রিয় যুবলীগের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন ও কেন্দ্রিয় যুবলীগের নির্দেশ মোতাবেক জাতীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহন। ১৭ই আগস্টে ২০০৫ সালে সরকারি মদদে জঙ্গি সংগঠন জেএমবি কর্তৃক দেশব্যপী ৪৩৪ স্থানে সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ ও প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করা হবে।

২১শে আগস্টে গ্রেনেড হামলা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে জাতীয় কর্মসূচীতে অংশগ্রহন। ২৪শে আগস্টে বিশিষ্ট নারী নেত্রী আইভি রহমানের মুত্যু বার্ষিকীতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও প্রতিটি জুম্মার নামাজে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সহ সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া প্রার্থনা করা হবে।

এছাড়াও মাসব্যাপী পথ-শিশু ও অসহায় দুস্থদের মাঝে রান্না করা খাবার বিতরণ করা হবে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বছরব্যাপী বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী চলমান রয়েছে। সেই সাথে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহন করা হবে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরিয়ান এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরিয়ান ফেসবুক গ্রুপ এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এক শতাধিক বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশু, হতদরিদ্র, অসহায় ও অসুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার পোষাক ও খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার সকালে মেহেরপুর সদর কাশ্ব্যবপাড়া, গড় পাড়া, ওয়াবদা পাড়া, মল্লিক পাড়া, ফৌজদারী পাড়া, বামনপাড়া, আমদহ, বারাদী,আশরাফপুর, বিদ্যধার পুর, গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রাম সহ বেশ কিছু স্থানে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এ সময় এডমিন প্যানেলের পক্ষ থেকে এডমিন ফাহিম ও মডারেটর এস আই শাকিল বলেন, সকলেই তো ঈদে পশু কোরবানি করবে দামি পোষাক পরিধান করবে।

কিন্তু এই মানুষ গুলোকে নিয়ে কয় জন ভাবে, তাদের মুখে একটু হাসি ফুটানোর জন্য এই মানুষ গুলোর সাথে ঈদ আনন্দ ভাগ করে নিতেই এই উদ্যোগটি নেওয়া আল্লাহর অশেষ রহমতে বিতরণ কাজ সফলতার সাথে শেষ করা হয়েছে।

অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মেহেরপুরিয়ান পরিবারের এডমিন প্যানেলের সকল সদস্যবৃন্দ।

মেপ্র/আরপি

কুষ্টিয়ায় জমে উঠেছে ঈদের বাজার

কুষ্টিয়ায় কোরবানির ঈদকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছে ঈদের বাজার। ক্রেতাদের সরাগমে মুখর হয়ে উঠেছে বিপণীবিতান গুলো। বিশেষ করে শহরের এনএসরোড লাভলী শপিং কমপ্লেক্স, পরিমল টাওয়ার, তমিজউদদীন সুপার মার্কেট, রজব আলী সুপার মার্কেট, বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে ভিড় বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

এসব এলাকার বিপণীবিতান গুলোতেও বিক্রি ভালো হচ্ছে। তবে বিপণীবিতান গুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা থাকলেও কোনো বালাই চোখে পড়ছে না।

দোকান মালিকরা বলছেন, করোনা ভাইরাসের কারণে রোজার ঈদে

বেচাবিক্রি হয়নি। তবে রোজার ঈদের চেয়ে কোরবানির ঈদে বেচাবিক্রি ভালো হচ্ছে। লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে তাদের আরও সময় লাগবে বলে জানান তিনি।

বঙ্গবন্ধু সুপার মার্কেটে থ্রি পিস কর্ণারের মালিক বলেন, এই ঈদে ভালো বেচাবিক্রি হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রেতাদের ভিড় লেগেই আছে।

আসাদুল ইসলাম নামের আরেক বিক্রেতা বলেন, মেয়েদের পোশাকই বিক্রি হচ্ছে বেশি। বিশেষ করে থ্রি-পিস ও শাড়ি বেশি বিক্রি হচ্ছে। আর শিশুদের পোশাক বিক্রি ভালো হচ্ছে।

এনএস রোডের অঙ্গশোভার মালিক কাপড় ব্যবসায়ী বাদশা শেঠ বলেন, এনএস রোডে প্রধানত মধ্যবিত্তরা কেনাকাটা করতে বেশি আসেন। করোনা ভাইরাসের কারণে তারা খুব একটা মার্কেট করতে আসছেন না। এইজন্য কম বেচাকেনা হচ্ছে।

এনএস রোড দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এসএম কাদেরী শাকিল জানান, শহরের বিভিন্ন মার্কেটে দেড় হাজারের মতো দোকানপাট রয়েছে। করোনা ভাইরাসের কারণে গত রোজার ঈদে বেচাবিক্রি হয়নি বললেই চলে। এবার বেশ ভালোই বেচাকেনা হচ্ছে।

তবে লকডাউনের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে আরো বেশকিছুদিন সময় লেগে যাবে ব্যবসায়ীদের।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে ঈদ উপলক্ষে মাংস বিক্রির

আজ সকাল থেকেই গাংনীর কাথুলী তে ঈদুল আযহা উপলক্ষে বেড়েছে মাংস বিক্রি।

স্থানীয় ক্রেতারা জানান, করোনার কারনে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরে

যেন কোরবানি দেওয়া মানুষের সংখ্যা কম। তাই বেড়েছে মাংস কেনার ধুম।

বিক্রেতারা জানান, মাংস বিক্রির পরিমাণ বেশি হলেও দেরি হচ্ছে না খুব। তারা প্রতি কেজি মাংস বিক্রি করছেন ছাগল ৬৫০, গরু ৪৫০, মহিষ ৪৫০ টাকা হারে।

মাংস বিক্রেতা সাহাব উদ্দীন, সালাম, বদরউদ্দি, মালেক জানান, অন্যান্য বারের চেয়ে মাংসের কেজি প্রতি মুল্য অনেক কম। মাংস বিক্রি করতে পারছি দ্রুত।

তবে রোযার ঈদে যে পরিমাণ গরু মহিষ জোবাই করা হয়েছিল তার তুলনায় অনেক কম। তবে জাক জমকের সাথেই চলছে বেচা কেনা।

ক্রেতা ইন্তাজ আলী জানান, এমন বেচাকেনা জাকজমক দেখে মনে হচ্ছে করোনা যেন দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

তিনি আরো জানান, মাংস বিক্রির ধুম বাড়লেও ঈদের নামায দুরত্ব বজায় রেখে নিজ নিজ মহল্লার মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে।

মেপ্র/আরপি

দেশে একদিনে মৃত্যু ৪৮, শনাক্ত ২৬৯৫

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৬ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা এবং ১৭ জন ঢাকা বিভাগের ও বাকিরা অন্যান্য বিভাগের।

এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের। একই সময়ে নতুন করে আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট করোনা শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস

বিষয়ক নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

বুলেটিনে জানানো হয়, দেশের গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ১২ হাজার ৬৬৭ জনের এবং আগের নমুনাসহ ১২ হাজার ৯৩৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হলো।

এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন আরও ২ হাজার ৬৯৫ জন। ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২ লাখ ৩৪ হাজার ৮৮৯ জন। সেই সঙ্গে আরও ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট মৃত্যু হলো ৩ হাজার ৮৩ জনের।

এছাড়া ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৬৬৮ জন। পাশাপাশি আজ পর্যন্ত সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩২ হাজার ৯৬০ জন।

বরাবরের মতো করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকতে সবাইকে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মুখে মাস্ক পরা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি।

সূত্র- ইত্তেফাক

ঈদের দিন হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

কোরবানির ঈদের দিন রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। আজ বৃহস্পতিবার ও কাল শুক্রবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া অফিস বলেছে, ঈদের দিন সারা দেশে ভারি বর্ষণের সম্ভাবনা কম। তবে ওই দিন রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, এখন এমনিতেই বর্ষাকাল চলছে। ২৭ জুন থেকে বন্যা শুরু হয়েছে। দেশের ৩১টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। একদিকে ভারি বর্ষণ, অন্যদিকে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে বন্যা পরিস্থিতির

আরো অবনতি হচ্ছে। অবশ্য ২৭ জুলাই থেকে মৌসুমি বায়ু যতটা সক্রিয়, আগামী শনিবার ঈদের দিন মৌসুমি বায়ু ততটা সক্রিয় থাকার সম্ভাবনা কম। সে কারণে বৃষ্টি হলেও পরিমাণে কম হবে।

আবহাওয়া অফিস আরও জানায়, উত্তরের রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী, লালমনিরহাটসহ ওই অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টি তুলনামূলক বেশি হতে পারে। এ ছাড়া ময়মনসিংহ বিভাগের আওতায় নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর অঞ্চলেও তুলনামূলক বৃষ্টি বেশি হতে পারে।

অন্যদিকে সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ঈদের দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরে অন্য বিভাগগুলোতে থেমে থেমে বৃষ্টি হতে পারে, তবে পরিমাণে কম। রোদও থাকতে পারে। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ফেনীতে ৮৯ মিলিমিটার। ঢাকায় বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ মিলিমিটার।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মুজিবনগরই বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী

ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। প্রথম রাজধানী ছিল মুজিবনগর। এ নিয়ে ভিন্নমত থাকার কথা নয়। যদিও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন কোন অতি উৎসাহী পক্ষ প্রকৃত ইতিহাস কে অস্বীকার করে নিজেদের অনুকূলে নেয়ার অপচেষ্টা করছেন।

তাঁদের প্রতিশ্রদ্ধা রেখেই জানাতে চাই ——–

১। পাকিস্তানের নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনকারী দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদের রেকর্ড করা এক বেতার ভাষণ শিলিগুড়ির এক বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয় ১১ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

মুক্তাঞ্চল তদানীন্তন মেহেরপুর মহকুমার বাগোয়ান ইউনিয়নের

চুয়াডাঙ্গার ঐতিহাসিক অবদান স্বীকার করতে কোন দ্বিধা নাই।

৪। তবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠণের আগে সরকার ছাড়া স্থানীয় ভাবে কোন স্থানকে রাজধানী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তা বৈধ বলে স্বীকৃত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা সরকার ছাড়া যুদ্ধের কোন রাজনৈতিক বা সামরিক নেতা বা অপর কেউ কোন স্থান কে যদি রাজধানী ঘোষণা করেও থাকেন তাহলে সেই স্থানটি রাজধানী হয়ে যায় না।

৫। বাংদেশের প্রথম রাজধানী মুজিননগর। পরবর্তী রাজধানী ঢাকা। এর মধ্যে কোন বিতর্ক নেই, থাকতে পারে না। আমাদের সকলেরই জানা আছে যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন সময়ে যাঁরা বাংলাদেশ সরকারের অধীনে কর্মরত ছিলেন তাঁদের মুজিবনগর সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং চাকুরী কালিন সব সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

৬। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ধরা যাক একটি ফুটবল টুর্ণামেন্ট চলছিল এবং ফাইনাল খেলা পড়ে মেহেরপুর জেলার সাথে পার্শ্ববর্তী জেলা চুয়াডাঙ্গার। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় নি। তাই বলে কি চুয়াডাঙ্গা জেলা দাবী করতে পারবে যে তারা ফুটবল খেলায় বিজয়ী জেলা?

সুতরাং আসুন আমরা ইতিহাস স্বীকৃত বিষয় টি নিয়ে কোন বিতর্কে না যেয়ে সহজ ভাবে মানতে শিখি মুজিবনগরই হলো বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী।

লেখকঃ সাংবাদিক জি টিভি, দৈনিক সংবাদ, ডেইলি অবজারভার।

মেপ্র/আরপি

ঈদে ৬ জামাত বায়তুল মোকাররমে

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে ঈদের নামাজের ছয়টি জামাত পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত এসব জামাত অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ।

১ আগস্ট ঈদুল আজহা উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে ঈদের প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল ৭টায়। এতে ইমামতি করবেন বায়তুল মোকাররমের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মাওলানা মো. মিজানুর রহমান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী কাজী মাসুদুর রহমান।

সকাল ৭টা ৫০ মিনিটে ঈদের দ্বিতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন হাফেজ ক্বারী হাবিবুর রহমান মেশকাত।
সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে তৃতীয় জামাত অনুষ্ঠিত হবে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা এহসানুল হক। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা ইসহাক।

ঈদের নামাজের চতুর্থ জামাত সকাল ৯টা ৩৫ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম। জাতীয় মসজিদের চিফ খাদেম মো. শহীদুল্লাহ মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন।

পঞ্চম জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ১০টায়। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস হাফেজ মাওলানা ওয়ালিয়ূর রহমান খান। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুল মান্নান।

ঈদুল আজহার ষষ্ঠ ও সর্বশেষ জামাত অনুষ্ঠিত হবে বেলা ১১টা ১০ মিনিটে। এতে ইমামতি করবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সাবেক উপ-পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রব মিয়া। মুকাব্বির হিসেবে থাকবেন জাতীয় মসজিদের খাদেম হাফেজ মো. আব্দুর রাজ্জাক।

ঈদের জামাতে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে নিজ নিজ জায়নামাজ নিয়ে এবং যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মসজিদে এসে নামাজ আদায়ের জন্য বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন